দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 NOV 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

086

শিক্ষাঙ্গন

ভালকান গ্রহ নিয়ে বিভ্রান্তি

নতুন শিক্ষানীতির আলোকে প্রণীত বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের প্রকাশিত বিভিন্ন স্তরের পাঠ্য-পুস্তকে আজতক যতগুলো ভুলত্রুটির সংবাদ পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হয়েছে তন্মধ্যে 'ভালকান' গ্রহের আবিষ্কারের মত গুরুতর ভ্রান্তি উল্লেখিত হয়নি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের জনৈক প্রবীর রায় সম্প্রতি দেশের একটি শীর্ষ স্থানীয় "দৈনিকে 'ভালকান' নামের কোন গ্রহ আজতক উদ্ভাবিত হয়েছে কি?" মর্মে একটি চিঠি লিখে বাংলাদেশ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের প্রণীত ৫ম ও ১০ম শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তকের একটি মারাত্মক ত্রুটি ধরিয়ে দিয়েছেন। এটা জাতির জন্য একটি দুঃসংবাদ। তাই বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের কাছে একটি প্রশ্নঃ এরপরও কি আপনারা দাবী করবেন, "..... শিক্ষার্থীরা যাতে সঠিক জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়, এই পুস্তক রচনাকালে যে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে" তা বোধগম্য নয়। তাছাড়া আমরা বুঝিনা এটা কোন ধরনের দায়িত্বশীলতা। যেখানে বলা হচ্ছে, "জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এই পুস্তকটি অমুক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত।" সেখানে কেমন করে কমিটির ফাঁকগলে স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের মতো একটি প্রতিষ্ঠান এমন একটি বিতর্কিত ও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বলে দাবী করা যায় তেমন একটি নতুন গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে ত্রুটিপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করতে পারেন; এটা বোধগম্য নয়। এটা মেনে নেয়াও সম্ভব নয়। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের কেন একটি ভুল তথ্য পরিবেশন করে শিখানো হবে, তা তলিয়ে দেখা দরকার। উল্লেখ্য, ৫ম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান) ও ১০ম শ্রেণীর পাঠ্য ভূগোল বইয়ে 'ভালকান' নামক একটি গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং তা যথারীতি দেশের প্রতিটি স্কুলে গুরুত্ব সহকারে পঠিত হচ্ছে। অপরাপর নয়টি গ্রহের নামের শেষভাগে জুড়ে দেয়া হয়েছে বিতর্কিত 'ভালকান' নামক এই নতুন গ্রহের আবিষ্কারের তথ্য। সে মতে, ছাত্র-ছাত্রীরাও নামধামসহ ১০টি গ্রহের নামই মুখস্ত করে চলছে, সত্য জ্ঞান করেই। অথচ বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ও দূর অনুধাবন সংস্থার বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সংশয় ও বিতর্ক রয়েছে।

উল্লেখ করা হয়েছে যে, "ভালকান নামের কোন গ্রহ আজতক উদ্ভাবিত হয়নি। তা মহাকাশ গবেষণা সংস্থার বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী জোর গলায় বলেছেন।" তাহলে প্রশ্ন, বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই নবাগত ভালকান আমদানী করলেন কোত্থেকে এবং কেন?

বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড উল্লেখ করেছেন যে, "বিভিন্ন স্তরের পাঠ্য-পুস্তকে জ্ঞানের নানান তথ্য সন্নিবেশিত হয়। সময়ের গতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সংগে সাযুজ্য রক্ষাকল্পে শিক্ষার্থীরা যাতে সঠিক জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়।" এই সারগর্ব ভূমিকার সাথে উপরোক্ত

৪-এর পাতায় দেখুন